যৌথ মূলধনী কারবার : যৌথ মূলধনী কারবার বলতে বহু সংখ্যক ব্যক্তির যৌথ

মালিকানায় গঠিত কারবার প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেখানে তারা কোন কারবার করে তার লাভ লোকসান ভাগ করার জন্য

যৌথভাবে সাধারণ তহবিলে অর্থ প্রদান করে।

যৌথ মূলধনী কারবারের প্রকারভেদ:

র) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি: যে কোম্পানির সদস্য সংখ্যা সর্বনি¤œ ২ জন এবং সর্বোচ্চ ৫০ জন দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং

যার শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য নয় তাকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে। কোম্পানি আইন অনুযায়ী, প্রাইভেট

লিমিটেড কোম্পানি জনগণের উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রয় বা মালিকানা হস্তান্তরের আহবান জানাতে পারে না।

রর) পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি: যে কোম্পানির সর্বনি¤œ সদস্য সংখ্যা ৭ জন এবং সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা শেয়ার সংখ্যা

দ্বারা সীমাবদ্ধ,যার শেয়ার ও ঋণপত্র জনগনের নিকট বিক্রয়ের জন্য আবেদন করা যায় এবং শেয়ার অবাধে হস্তান্তরযোগ্য

তাকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি বলে। কোম্পানি বলতে মূলত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকেই বোঝায়।

মূলধন সংগ্রহ

যৌথ মূলধনী কোম্পানি সাধারণত ৩টি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে থাকে যথার) শেয়ার বিক্রি করে

রর) ঋণপত্র বিক্রি করে ও

ররর) ঋণ গ্রহণ করে

যৌথ মূলধনী কারবারের সুবিধা (অফাধহঃধমবং ড়ভ ঔড়রহঃ ঝঃড়পশ ঈড়সঢ়ধহ্ণ)

র. মূলধন সংগ্রহ: যৌথ মূলধনী কারবার খুব সহজে শেয়ার, ঋনপত্র বিক্রি এবং ঋণ গ্রহণ করে প্রাপ্ত মূলধন সংগ্রহ

করতে সমর্থ হয়।

রর. বৃহদায়তন উৎপাদন: এ কারবারে হাজিরার পরিমাণ পর্যাপ্ত থাকায় বৃহদায়তন উৎপাদন সম্ভব হয়। ফলে এ

কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয় সংকোচের সুবিধা গুলো ভোগ করতে পারে।

ররর. স্থায়ী সংগঠন: এটি এই কারবারের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন শেয়ার হোল্ডার মৃত্যুবরণ করলে বা দেশ ত্যাগ

করলেও এই কারবার বন্ধ হবে না। নতুন শেয়ার হোল্ডার এর দায়িত্ব নেবে।

রা. সীমাবদ্ধ দায়িত্ব: এই কারবারে প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডার তার শেয়ারের সমান দায়িত্ব গ্রহণ করে। ফলে বেশি

বিনিয়োগ করে কম দায় নেবার সুযোগ নেই।

. বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক: শেয়ার ক্রয় লাভজনক হয়ে উঠলে স্বল্প আয়ের মানুষও শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহী হয়ে

ওঠেন। এতে মানুষের সঞ্চয়ের প্রবণতা এবং বিনিয়োগ দুটোই বাড়ে।

ার. ঝুঁকি বন্টন: এ কারবারে অংশীদার সংখ্যা অনেক হওয়ার ঝুঁকি সুন্দরভাবে বন্টিত হয়। ফলে অংশীদারদের ঝুঁকির

পরিমাণ কম হয়।

াররর. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: এ কারবার প্রতিষ্ঠান উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি

করে, যার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

াররর. উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল প্রয়োগ: যৌথ মূলধনী কারবার পুঁজির কোন সমস্যা নেই। তাই এই কারবারে উন্নত,

গুনগত মান বৃদ্ধি এবং নতুনত্ব অনুসন্ধানে নতুন নতুন গবেষণা চালানো সম্ভব হয়।

রী. দক্ষ পরিচালনা: যৌথ মূলধনী কারবারে অভিজাত ও দক্ষ পরিচালকদের সমাবেশ ঘটিয়ে ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষতা

ঘটানোর সুযোগ আছে। প্রয়োজনবোধে পুরাতন পরিচালক পরিবর্তন করে নতুন পরিচালক নিয়োগ করা যায়।

ী. সম্প্রসারিত ব্যবহার: যৌথ মূলধনী কারবারে উৎপাদন ব্যয় কম হয়। ফলে দ্রব্য মূল্যও কম হয় এবং দ্রব্যাদির

চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবহার সম্প্রসারিত হয়।

যৌথ মূলধনী কারবারের অসুবিধা (উরংধফাধহঃধমবং ড়ভ ঔড়রহঃ ঝঃড়পশ ঈড়সঢ়ধহ্ণ)

র. শেয়ার হোল্ডার এবং পরিচালকদের সমন্বয়ের অভাব: যৌথ মূলধনী কারবারে শেয়ার হোল্ডার অগণিত এবং

তাদের অংশগুলো হস্তান্তরযোগ্য। এ কারণে পরিচালনা পর্ষদের সাথে সাধারণ শেয়ার মালিকদের সংযোগ ঘটে

না।

রর. ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ: কিছু সংখ্যক শেয়ার হোল্ডার বেনামে মোট শেয়ারের বৃহত্তর অংশ কিনে নিয়ে প্রতিষ্ঠানের

প্রিয়জন হয়ে ওঠে এবং নিজের স্বার্থে প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে। তখন গনতান্ত্রিক পরিচালনার পথ ও বাধাপ্রাপ্ত

হয়।

ররর. দুনীর্তি ও স্বজনপ্রীতি: এ কারখানার পরিচালকরা তাদের আত্মীয়স্বজনদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ছাড়াই গুরুত্বপূর্ণ

পদে নিয়োগ দেন। এর ফলে ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব তৈরী হয এবং দুনীর্তির বিস্তার ঘটে।

রা. শেয়ারের ফটকা ব্যবসা: এ কারবারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেহেতু এ কারবারে শেয়ার হস্তান্তরযোগ্য তাই

কোন প্রতিষ্ঠানের লাভের অংশ বাদে চতুর পরিচালকরা শেয়ারের ফটকা ব্যবসায় লিপ্ত হয়। যখন লোকসানের

সম্ভাবনা দেখা যায়, তখন জনগণকে লোভ দেখিয়ে তাদের কাছে শেয়ার বিক্রি করে।

া. ক্ষতির সম্ভ^াবনা: এ ধরনের কারবারে বেশির ভাগ সময়ই বিনিয়োগকারীগন প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসাধু ও

অযোগ্য ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কারবারে অর্থ বিনিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হন।

ার. মতের অমিল: এ কারবারে অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালক মন্ডলীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন

ব্যবসায়ে ক্ষতির স□ভবনা থাকে।ূ

াররর. সংগঠন জটিলতা: এ ধরনের কারবারের গঠণপ্রণালী অত্যন্ত জটিল। অনেক আইনগত ঝামেলা থাকায় সাধারন

লোক শেয়ার হোল্ডার হতে আগ্রহী নয়।

সবশেষে বলা যায়, কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও যৌথ মূলধনী কারবারে সুবিধা অনেক বেশী। একটি দেশের

সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এ ধরনের কারবারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পায়